মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র নতুন সভাপতি লতিফ, সাধারণ সম্পাদক মনা

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুর সদর ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল। গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। পরে সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র কাউন্সিলে সভাপতি আব্দুল লতিফ, এহান উদ্দিন মনা সাধারণ সম্পাদক এবং আবু ইউসুব মিরন ও মীর জাহাঙ্গীর হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ৬৩৯ জন ভোটারের মধ্যে ৫৯৫ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার ব্যবহার করেন।

সভাপতি পদে দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, যেখানে আব্দুল লতিফ (চেয়ার প্রতীক) ৩৯৫ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী মিজান মেনন (আনারস প্রতীক) ১৯৬ ভোট পান এবং এহান উদ্দিন মনা ২৭০ ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী বখতিয়ার হোসেন ১৪৪ ভোট পান। ১৭ ভোট বাতিল হয়।

পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আবু ইউসুফ মিরন ও মীর জাহাঙ্গীর হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান -মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচীব (ঐকমত্য) সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই

হাসিনার সরকার কখনোই জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি

হাসিনার সরকার কখনো জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেয়নি। হাসিনার সরকার কখনোই জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি। এমনকি হাসিনা তার নিজের দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের কথাও শোনেননি। অর্থাৎ, এক দল, এক দেশ, এক নেতা এই পদ্ধতিতে হাসিনা চলেছেন বলেই আমরা তাকে ফ্যাসিবাদী বলে থাকি।

হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৫ বছর ৮ মাস যাবৎ নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন করেছে। অনেকেই আজ প্রশ্ন করে, বিএনপি ১৫ বছর আন্দোলন করেও হাসিনার কিছু করতে পারেনি, তাই গত আন্দোলনের কোনো কৃতিত্ব নাকি বিএনপি পাবে না।
আমিও তাদের বলতে চাই পিতা-মাতা সন্তানকে জন্ম দিল, মানুষ করল, লেখাপড়া শিখাল, সন্তান চাকরি পেল আর বিয়ের পরে শ্বশুর-শাশুড়ি বলছে, ও বেটা তো আমাদের সন্তান, তোমরা কিছু না।

বিএনপির অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, ২০২৪ সালের আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, তারেক রহমানের অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, তারা আসলে সেই সমস্ত সন্তানের মতো যারা বিয়ের পরে নিজের জন্মদাতা পিতা-মাতাকে অস্বীকার করে থাকে।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন খুলনা বিভাগীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু।

তিনি আরো বলেন, বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরে সেই দলের নেত্রী হচ্ছে পলাতক হাসিনা। আরো একটি দল আছে, যারা লাহোর কিংবা করাচিতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরেন সে দলটি কারা, আপনারা ভালো জানেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের কী ভূমিকা ছিল, সেটাও আপনারা জানেন। আরেকটি দল আছে চীনে বৃষ্টি হলে তারা বাংলাদেশে ছাতা ধরেন। আবার কিছু রাজনৈতিক দল আছে মস্কোতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরেন।

আমরা একমাত্র শহীদ জিয়ার আদর্শের সৈনিকরা, আমরা একমাত্র বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সৈনিকরা, আমরা একমাত্র তারেক রহমানের সৈনিকরা যারা অন্য দেশে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরি না, বাংলাদেশের বৃষ্টি হলে বাংলাদেশে ছাতা ধরি।

তিনি বলেন, অনেকেই বলার চেষ্টা করেন, “একই সাপের দুই বিষ, নৌকা ও ধানের শীষ।” যারা বলেন, তারা ২০১৮ সালে আমাদের সাথে জোট করে যে কয়টা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তখন তাদের মার্কা কী ছিল? ধানের শীষ ছিল না? তখন কি সেটা বিষ মনে হয়নি? অর্থাৎ, তাদের যখন প্রয়োজন, যে খাদ্য খায় সেটা তাদের কাছে অমৃত আর যখন প্রয়োজন হয় না, তখন সেটা তাদের কাছে বিষ।

আমরা দেখেছি ১৯৪৭ সালে যখন ভারত এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই দলটি বলল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার নেই, আমরা সব ভারতের সাথে থাকব। আবার ১৯৭১ সালে দেখলাম যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ, বর্তমানে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করল।

জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপি’র সদস্য মোঃ ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য মোঃ আলমগীর খান ছাতু, মোঃ আনছারুল হক, মোঃ হাফিজুর রহমান, মোঃ খাইরুল বাশার ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন।

বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ২০২৫ এর আয়োজন করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপি’র সদস্য মোঃ ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খুলনা বিভাগ বিএনপি’র সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ড।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব এ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য মোঃ আলমগীর খান ছাতু, মোঃ আনছারুল হক, মোঃ হাফিজুর রহমান ও মোঃ খাইরুল বাশার।

প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এর গণ-অভুত্থ্যান ছিল অবধারিত: মনির হায়দার

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট যে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেটি ছিল অবধারিত—এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। তিনি বলেন, “এটার কোনো বিকল্প ছিল না। এটা ঘটবার জন্য যা যা করার, তার ষোল কলা পূর্ণ করেছিল বিগত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা।”

গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে “গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী মেহেরপুর: আজ ও আগামী” শীর্ষক এক সুধীজন সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা, নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুর রহমান খান, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক শাকিল আহমেদ, সরকারি পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমান খান স্বপন, মেহেরপুর জেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আতিফ আহমেদ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতি, মেহেরপুরের উন্নয়ন সম্ভাবনা, এবং আগামী দিনের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন।

পৌর বিএনপি’র নতুন সভাপতি মেঘলা, সম্পাদক সাইদুল

দীর্ঘ ১৬ বছর পর উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল। গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন ও পাইরা উড়িয়ে কাউন্সিলের উদ্বোধন করা হয়।

কাউন্সিলের প্রধান অতিথি ছিলেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন। উদ্বোধন ঘোষণা করেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদস্য আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান হাফি, হামিদুল হক, রেজাউল হকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী। সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

উপজেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে রায়পুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়াল হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এদিকে কাউন্সিলরদের গোপন ভোটে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন আবদাল হক (হরিন) ৪০৯ ও মনজুর হোসেন টনিক (টিউবওয়েল) ৩৬০ ভোট।
এদিকে পৌর বিএনপি’র কাউন্সিলে ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন। মোট ভোটার ছিলেন ৬৩৯ জন। সভাপতি পদে মকবুল হোসেন

মেঘলা (আনারস) ৫০৩ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আতিয়ার রহমান (চেয়ার) পান ৫৬ ভোট এবং মনিরুজ্জামান গাড্ডু (ছাতা) পান ৫৪ ভোট। এছাড়া ২৬টি ভোট বাতিল হয়।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাইদুল ইসলাম (ফুটবল) ৩৯৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। আব্দুল্লাহ হিল মারুফ পলাশ (মোরগ) পান ২১৫ ভোট। ৩০টি ভোট বাতিল হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে অ্যাডাম সুমন (টিউবওয়েল) ৪৫২ ভোট, ইমন হোসেন (হরিণ) ৩৩৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। এখানে ১৯টি ভোট বাতিল হয়।

বাল্যবিবাহের আসরে ইউএনও’র হানা; বর কারাগারে, ভগ্নিপতির

জরিমানা

শতাধিক বরযাত্রী, মাংস-ভাতের আয়োজন আর আপ্যায়নের তোড়জোড়—সব প্রস্তুত। বাকি শুধু কাবিননামায় স্বাক্ষর। এমন মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে সপ্তম শ্রেণির এক কিশোরীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

ঘটনাটি ঘটে গতকাল শুক্রবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে, সদর উপজেলার মদনা ডাঙ্গা গ্রামে। মাত্র ১৪ বছর বয়সী ওই মেয়েটি স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। তাকে বিয়ের জন্য পাত্র হিসেবে আনা হয়েছিল একই উপজেলার খোকসা গ্রামের রাহিদুল শেখের ছেলে রাব্বি রাসেল (১৮)-কে। অথচ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী, ছেলের ন্যূনতম বয়স হতে হয় ২১ বছর, আর মেয়ের ১৮ বছর না হলে বিয়ে করা অবৈধ।

গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে ছদ্মবেশে কনের বাড়িতে উপস্থিত হন ইউএনও খাইরুল ইসলাম। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বিয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি দেখতে পান। কিছু বরযাত্রী বাড়িতে, বাকিরা ছিলেন মসজিদে জুমা’র নামাজে। পরিকল্পনা ছিল নামাজের সময়েই হঠাৎ করেই বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলা। তবে প্রশাসনের উপস্থিতিতে সে পরিকল্পনায় পানি পড়ে যায়।

ইউএনও ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রতিনিধি, সমাজসেবা কর্মকর্তা, পুলিশ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে বর রাব্বি রাসেলকে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এছাড়া বিয়ের অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবে উপস্থিত রাব্বির ভগ্নিপতি সজিব আলী (আমঝুপি) কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় কনের মা-বাবাকে সতর্ক করে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। মেয়েটি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যেন কোনোভাবেই পুনরায় বিয়ের আয়োজন না করা হয়, সে বিষয়ে একজন স্থানীয় শিক্ষককে বিশেষ নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিযান শেষে স্থানীয় জনগণকে একত্র করে ইউএনও বাল্যবিবাহের কুফল ও আইনগত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। কৌশলে বিয়ের

আয়োজন সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছিল। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করেছি এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। শুধু আইন প্রয়োগ নয়, সমাজে সচেতনতা তৈরি করাও জরুরি।’

কুতুবপুরে ধর্মগুরু নিগামানন্দের ১৪৬ তম জন্মোৎসব পালিত

হিন্দু ধর্মীয় গুরু নিগমানন্দ সরস্বতীর ১৪৬ তম বার্ষিক সার্বভৌম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপি আয়োজিত নানা কর্মসূচিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ভক্ত অনুরাগীদের পদচারনায় এখন মুখরিত তার জন্মতিথি মেহেরপুরের কুতুবপুরে। সকাল থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার নারী পুরুষ ও শিশুরা আসছেন।

তন্ত্র, জ্ঞান, বেদান্ত, যোগ, ভক্তি বা প্রেম দর্শন নিয়ে শ্রীচৈতন্য ও শংকরের দর্শনের সমন্বয়ে একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস” যিনি “স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস” নামেও পরিচিত ছিলেন। আধ্যাতিক এই ধর্মগুরুর ভক্ত অনুরাগী রয়েছে ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলংকা, আস্ট্রেলিয়া আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন হাজার হাজার নারী-পুরুষ। সাঁথে এনেছেন শিশুদেরকেও।

ভক্তরা জানান, এহকালের সব কিছুই বিলিয়ে দিয়েছি গুরুর চরনে। ভালমন্দ সবই তার কৃপা। এখানে আসতে পেরে নিজেকে পাপ মুক্ত হয়েছেন বলে মনে করছেন ভক্তরা।

রাজশাহী থেকে এসেছেন ডাক্তার সুকর্ণ ঘোষ,তিনি বলেন অনেক ছোট বেলা থেকে তিনি কুতুবপুর আশ্রমে আসেন পরিবারের সাথে। মনের অজান্তে সেই থেকেই গুরুর পায়ে নিজেকে সোপর্দ করেছি। সারা জীবন প্রতি বছরেই এখানে এসে গুরুকৃপা নিতে চাই।

যশোরের কলেজ শিক্ষার্থী পুষ্পিতা ঘোষ জানান, আধ্যাত্মিক ও

মনস্তাত্ত্বিক ইশ্বরের নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন শ্রী নিগামানন্দ। মেহেরপুরের কুতুবপুর ছিল তার বসতভিটা। এখানে আসতে পেরে নিজেকে আত্নশুদ্ধির সুযোগ হয়েছে। তবে নিগামানন্দের বসতভিটার জমিজমা এখন বেদখল। সেই সমস্ত জমিজমায় অনেক ইতিহাস ও গুরুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সরকারের কাছে সেগুলি উদ্ধারের দাবী জানান এই অনুসারী।

আশ্রমের ট্রাস্টি সদস্য নব কুমার জানান, প্রতি বছর এখানে দেশের ৬৪ জেলা থেকে অনুসারীরা আসেন। বিদেশ থেকেও আসেন অনেকে। প্রায় বিশ হাজার অনুসারীরা এখানে জমায়েত হয়ে প্রার্থনায় মিলিত হন। অনেক সময় নিরাপত্তা নিয়ে শংকা থাকে। অনুসারীদের নিরাপত্তা খাদ্য সরবারাহে সরকারের উদ্যোগ নেয়ার দাবী করেন তিনি।

তিনদিন ব্যাপি এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন, সমগ্র ভারত বর্ষের নিগামনন্দ ট্রাস্টের সভাপতি ভারতের আসাম রাজ্যের সভাপতি স্বামী দিগানন্দ স্বরসতি। তিনি বলেন, ধর্মের লক্ষ এক, মানুষের প্রেম এক, ইশ্বর এক, আল্লাহ এক। শুধুমাত্র পাওয়া ও চাওয়ার রাস্তা ভিন্ন। আমরা সবাই একই পথের যাত্রী।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র কাউন্সিল উপলক্ষে আলোচনাসভা

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ষোল বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল উপলক্ষে সম্মেলন শুরু হয়েছে।

জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে সকাল ১১ টার সময় দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির স্থানীয় বিষয়ক সম্পাদক, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন ও উদ্বোধক মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচীব

অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সদস্য আলমগীর খান সাতু, ইলিয়াস হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান হাফি, হািমিদুল হক, রেজাউল হক, আখেরুজ্জামানসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।
গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক টিমের আহ্বায়ক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কাউন্সিল উপলক্ষে আলোচনা সভায় উদ্বোধক জাভেদ মাসুদ মিল্টন উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম অধিবেশনে আলোচনা সভা ও দ্বিতীয় অধিবেশনে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

জলাবদ্ধতা ও হাটের দখলে ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম

বর্ষাকালে হাটু পানিতে জলাবদ্ধতা ও সপ্তাহে দুদিন হাট বসে বিদ্যালয় মাঠে। এ দুই ভোগান্তিতে বিপর্যয়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান। প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়ছে ওই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ ভোগান্তি নিয়ে দিনের পর দিন উপজেলা ও জেলা পযার্য়ের বিভিন্ন দপ্তরে ধর্ণা দিয়েও কোন সমাধান হয়নি।

১৯৩৫ সালে ৬৪ শতক জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বর্তমানে অবকাঠামোগত সংকটে রয়েছে। চারটি শ্রেণিকক্ষ থাকলেও তার মধ্যে দুটি টিনশেডে। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ১৬০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে ২১ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩০ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ৩৪ জন, চতুর্থ শ্রেণিতে ৩৫ জন এবং পঞ্চম শ্রেণিতে ৪০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির পানিতে পুরো এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে, শিক্ষার্থীদের আসা—যাওয়ায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমও প্রতিদিনই বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

শুধু বর্ষাকাল নয়, শুষ্ক মৌসুমেও হাটের জন্য সমস্যার শেষ নেই। স্কুল চত্বরজুড়ে গরু—মুরগি, দোকানপাট ও লোকজনের কোলাহল

পাঠদানকে করে তোলে দুঃসাধ্য।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মাবিয়া সালমা বলেন, “বিদ্যালয়ের পরিবেশটি বর্তমানে শিক্ষার অনুপযুক্ত। বর্ষায় পানি জমে যায়, আবার হাট বসায় ক্লাস নেওয়াই কষ্টকর হয়ে যায়। অনেক সময় আমরা শিশুদের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কায় থাকি। বারবার বলা হলেও স্থায়ী কোনো সমাধান পাচ্ছি না।”

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান জানায়, “আমার বই খাতা ভিজে যায়। হাট বসলে অনেক লোক আসে, ক্লাস করতে পারি না। তখন অনেক শব্দ হয়।” চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী রিমা খাতুন জানায়, “পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে স্কুলে আসি। কেউ কেউ পড়ে যায়। আমাদের ক্লাসরুমেও পানি ঢুকে যায় মাঝে মাঝে।” পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রবিউল জানায়, “হাটের জন্য জায়গা থাকে না। গরু—মুরগি থাকে সামনে। তখন আমরা স্কুলে আসতেও ভয় পাই।”

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন বলেন— “বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের অবৈধ হাট উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে।”